তুমি আরোপপ্রবণ চিত্তের বিকার বিভ্রম নিয়েছ কেন?

প্যারানোইয়া প্রসঙ্গ: ফ্রয়েডীয় তত্ত্ব

ঝিলম পোদ্দার

এই অহংকার মর্মমূলে, এই অহঙ্কারে পথ হেঁটে যাই
গান করি, নিজেকে শোনাই, অন্যকে শোনাই, শোনে
যার ইচ্ছে শোনে।
অভিমান কারো কাছে নেই তাই, ছিল না কখনো
কেননা আমার রক্তে অহঙ্কার জন্মাবধি কথা বলেছিল।

করুণাসিন্ধু দে

"রোগীর ভ্রান্ত-ধারণাগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হল তাঁর বিশ্বাস যে এই জগৎকে ত্রাণ করে, তাকে তার পূর্বের আনন্দময় অবস্থায় ফিরিয়ে আনার এক বিশাল দায়িত্ব তাঁর কাঁধে রয়েছে। ...বিশ্বত্রাণের এই মিশনের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় অংশটি হল রোগীর ধারণা যে এই মিশনটি আরম্ভ হবার আগেই তাঁকে রমণীতে রূপান্তরিত হতে হবে। এটা স্পষ্ট করা প্রয়োজন যে তিনি যে রমণীতে রূপান্তরিত হতে চান, তা নয়, কিন্তু যেন বিশ্ব-জগতের নিয়ম অনুসারে তাঁকে নারীতে রূপান্তরিত হতেই হবে।"

আমরা উপরে ১৮৯৯ সালে ড. পল শ্রেবার সম্বন্ধে ড. ওয়েবারের রিপোর্ট থেকে উদ্ধৃতি করেছি। ড. পল শ্রেবারের কেস মনোবিদ্যা ও মনঃসমীক্ষণের জগতে এক সাড়া-জাগানো কেস। এই কেসের উপর ভিত্তি করেই ড. সিগমুণ্ড ফ্রয়েড ১৯১১ সালে প্যারানোইয়া বা ভ্রম বাতুলতা রোগ সম্বন্ধে তাঁর চাঞ্চল্যকর তত্ত্বটি প্রণয়ন করেন। শ্রেবারের কেসটি আলোচনা করার পূর্বে আমাদের প্যারানোইয়া সম্বন্ধে কিছু জানা আবশ্যক। আমরা প্যারানোইয়ার রোগলক্ষণ এবং তার বিভিন্ন তত্ত্ব আলোচনা করে কীভাবে ফ্রয়েড শ্রেবারের কেসটি অবলম্বন করে এই রোগ সম্বন্ধে তাঁর বহু- চর্চিত তত্ত্বটিতে উপনীত হন—সেই প্রসঙ্গে আসব।

'প্যারানোইয়া' শব্দটি একটি গ্রীক শব্দ থেকে আহরিত। শব্দটির অর্থ হল ভ্রান্ত যুক্তি বা জ্ঞান। সাধারণভাবে, উন্মত্ততা বা insanity বোঝাতেই শব্দটি ব্যবহার করা হত। আরও পরে আংশিক উন্মত্ততার ক্ষেত্রে শব্দটি ব্যবহৃত হত। ১৮৯৪ সালে জীহেন (Ziehen) এবং ১৮৯৫ সালে ক্রেমার (Cramer) "যুক্তি সম্পর্কিত সমস্ত মানসিক

রোগকে...এমন কি তাদের দীর্ঘস্থায়ী অবস্থা, প্রলাপ সংক্রান্ত সমস্ত মানসিক অসুস্থতা তা সে যে কারণেই হয়ে থাকুক না কেন" (মেয়ার, ১৯২৮)—কে প্যারানাইয়ার অন্তর্ভুক্ত করলেন। বর্তমানে অবশ্য প্যারোনোইয়াকে এক ধরনের বাতুলতা (Psychosis)[১] বলে গণ্য করা হয়। এই বাতুলতা একটু পরিণত বয়সে শুরু হয়।

এই ধরনের রোগীদের মধ্যে অনেকেই প্রবল ঈর্ষার দ্বারা আক্রান্ত হন। কেউ-কেউ মনে করেন তাঁদের উপর গোয়েন্দাগিরি করা হচ্ছে, লোকজন তাদের সমালোচনা করছে, নিন্দা করছে, এমন কি বিষ খাইয়ে মেরে ফেলার চেষ্টা করছে। বলা বাহুল্য, এই সব বিশ্বাসগুলি ভ্রান্ত।[২] যাঁরা মনে করেন, তাঁদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করা হচ্ছে, তাঁদের রোগলক্ষণকে বলা হয় পীড়নভ্রান্তি বা delusion of persecution.

ভ্রম বাতুলতা যে পুরোপুরি উন্মাদ অবস্থা নয়, এটিকে সাধারণভাবে উন্মত্ততা থেকে পৃথক করা সম্ভব—এই কাজটি ড. সিগমুণ্ড ফ্রয়েড তাঁর নতুন একটি তত্ত্বের মাধ্যমে করেন। শৈশবে আমাদের লিবিডো বিকাশের কয়েকটি নির্দিষ্ট স্তর পার হয়ে বিকাশের শেষ স্তর উপস্থস্তর বা Genital Stage-এ পৌঁছায়। এই লিবিডোর বিশেষ কোনো স্তরে সংবন্ধনের[৩] (fixation) মাধ্যমে ফ্রয়েড ভ্রম-বাতুলতা রোগটিকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেন। বিকাশের কোনো বিশেষ স্তরে লিবিডোর সংবন্ধন থাকলে প্রতিকূল পরিস্থিতিতে যেখানে আমাদের অহম পরিস্থিতিটির মোকাবিলা করতে সক্ষম হয় না, তখন সে সংবন্ধনের ঐ আরামদায়ক স্তরে প্রত্যাবর্তন করতে চায়। ফ্রয়েড শেষ পর্যন্ত নিষ্ক্রিয় সমকামিতার প্রবৃত্তির মাধ্যমে ভ্রম বাতুলতার রোগীদের লক্ষণগুলি ব্যাখ্যা করেন। তাঁর মতে, ভ্রম বাতুলতার রোগী তার সমকামিতার প্রবৃত্তি সহজভাবে গ্রহণ করতে পারে না এবং সে ঐ প্রবৃত্তি মনের নির্জ্ঞান স্তরে অবদমিত করে।[৪] কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতি যখন তার সমকামিতার প্রবৃত্তি উদ্দীপিত করে, তখন সে তাদের সম্পূর্ণরূপে অবহেলা করতে পারে না। নিজের এই প্রবল কিন্তু অস্বীকার্য দিকটির হাত থেকে নিজের ব্যক্তিত্বকে রক্ষা করতে, অহমকে এক প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়। সে তার নিজের বৃত্তিগুলি নিজের কামনার বস্তুর উপর আরোপিত করে। অনেক সময় এই প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাও পূর্ণরূপে কার্যকর হয় না। বৃত্তিটি সচেতন মনে উঠবার চেষ্টা করে। তখন অহম বৃত্তিটিকে তার বিপরীত বৃত্তিতে রূপান্তরিত করে দেয়। অর্থাৎ এই প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থার ফলে ভালোবাসার ইচ্ছা বিরোধিতার ইচ্ছা, ঘৃণার ইচ্ছায় রূপান্তরিত হয়। তখন যে মানুষটি তার ভালোবাসার, কামনার বস্তু, তাকেই ঘৃণার বস্তু, বিরোধী, শত্রু বলে মনে হয়। মনে হয়, সে তার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করছে, তাকে হত্যা করার চেষ্টা করছে। প্রথম দিকে অবশ্য ফ্রয়েড ভ্রম-বাতুলতার ক্ষেত্রে অবদমিত সমকামিতার ভূমিকা ধরতে পারেননি। তাঁর কয়েকটি কেসের ভিত্তিতে তিনি অজাচার (incestuous) সম্পর্ক বা অজাচার কল্পনাকে (phantasy) এই রোগের কারণমূলক ব্যাখ্যায় গুরুত্ব প্রদান করেছিলেন।

তাঁর মনঃসমীক্ষণী গবেষণার প্রারম্ভিককালেই ফ্রয়েড ভ্রম-বাতুলতার কারণ সম্পর্কে আগ্রহী ছিলেন। তাঁর প্রবন্ধ "Further Remarks on the Neuro-psychoses of

Defence" (১৮৯১ বি) এ তিনি প্রথমবার এক দীর্ঘস্থায়ী প্যারানোইয়ার কেসের অন্তর্নিহিত কারণ অনুসন্ধানের চেষ্টা করেন। তখন তিনি মনে করেন, ভ্রম-বাতুলতা অহমের প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থার দ্বারা উৎপন্ন এক ধরনের সাইকোসিস বা বাতুলতা।[৫] এই রোগে আমরা আমাদের মানসিকভাবে কষ্টদায়ক স্মৃতি অবদমিত করি। অবদমিত স্মৃতিগুলির বিষয়বস্তু ভ্রম-বাতুলতার বিশেষ প্রকার (type) নির্দিষ্ট করে। ফ্রয়েড আরও মনে করতেন যে বিশেষ এক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এই স্মৃতিগুলি অবদমিত হয় এবং এই প্রক্রিয়াটি ভ্রম-বাতুলতা রোগের বৈশিষ্ট্য। এই বিশেষ প্রক্রিয়াটি হল প্রক্ষেপ বা আরোপ (projection)। প্রক্ষেপ একটি মানসিক প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা যার মাধ্যমে আমি নিজের যেসব প্রবৃত্তি, চিন্তা, কামনা-বাসনা স্বীকার করতে পারি না, সেগুলি বহির্জগতের বস্তুর উপর আরোপ করি। এর ফলে আমাদের নিজেদের কামনা-বাসনা আর আমরা নিজেদের বলে অনুভব করি না, সেগুলো বহির্জগতের হয়ে যায়। যেহেতু প্রক্ষেপ অবচেতনভাবে ঘটে, প্রক্ষেপকারী মনে করেন যে তাঁর প্রত্যক্ষগুলি সম্পূর্ণ বস্তুগত যদিও তিনি যা বহির্জগতের বলে প্রত্যক্ষ করেন, তা তাঁর নিজের মানসিক বৈশিষ্ট্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

উপরে উল্লিখিত প্রবন্ধে ফ্রয়েড প্যারানোইয়ার একটি অদ্ভুত কেস বর্ণনা করেছেন। এই কেসটি তিনি মনঃসমীক্ষণের মাধ্যমে চিকিৎসা করেন। ফ্রাউ পি, ৩২ বৎসরের বিবাহিত মহিলা ছিলেন। বিবাহের তিন বছর পরে তাঁর প্রথম সন্তান হয়। শিশুর জন্মের ছমাস পরে মহিলার মধ্যে মানসিক রোগের লক্ষণ দেখা দেয়। তিনি কারও সঙ্গে বিশেষ কথা বলতেন না, লোকজনদের অবিশ্বাস করতেন, স্বামীর ভাই-বোনেদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দিলেন। তিনি ক্রমাগত অভিযোগ করতেন যে তাঁর প্রতিবেশীরা তাঁর সঙ্গে অত্যন্ত রূঢ় আচরণ করেন, তাঁকে অপমান করেন। লোকজনেরা সকলেই তাঁর বিরোধিতা করছেন বলেও তিনি বিশ্বাস করতেন কিন্তু কারণ জিজ্ঞাসা করলে স্পষ্ট কোনো উত্তর দিতে পারতেন না। কিছুদিন পরে তিনি বলতে লাগলেন যে লোকজনেরা তাঁর উপর নজর রাখছে, এমনকী তাঁর চিন্তাগুলোও পড়ে ফেলছে, তাঁর বাড়িতে কী ঘটছে তা-ও তারা জেনে যাচ্ছে। একদিন দুপুরে হঠাৎই তাঁর মনে হল যে তিনি যখন পোশাক পরিবর্তন করছিলেন, তখন কেউ তাঁকে দেখছিল। তারপর থেকে তিনি ঘর অন্ধকার করে বিছানার চাদরের তলায় পোশাক পরিবর্তন করতেন। ক্রমশ তিনি আরও বেশি মাত্রায় লোকের সম্পর্ক এড়িয়ে চলতে লাগলেন। তাঁর খাওয়াদাওয়া অত্যন্ত কমে গেল। তখন তাঁকে জল-চিকিৎসার (hydrotherapy) জন্য পাঠানো হল। সেটি ছিল ১৮৯৫ সালের গ্রীষ্মকাল। সেখানে তাঁর রোগলক্ষণগুলি আরও প্রবল আকার ধারণ করল এবং নতুন কিছু উপসর্গও দেখা দিল।

একদিন বাড়ির এক পরিচারিকার উপস্থিতিতে তাঁর মনে হতে লাগল যে তিনি তাঁর নিজের পেটের নিম্নাংশে এক ধরনের সংবেদন (sensation) অনুভব করছেন। এই সংবেদনের জন্য তিনি পরিচারিকার মনের অনুচিত চিন্তাগুলোকে দায়ী করলেন। আরও পরে তিনি নগ্ন মহিলাদের পেটের নিম্নাংশে, তাদের যৌনাঙ্গের রোম, কখনো- কখনো

পুরুষদের লিঙ্গও অমূলভাবে প্রত্যক্ষ করতে লাগলেন (hallucination)। এই- সব অমূল প্রত্যক্ষের সময় তাঁর নিজের পেটের নিম্নাংশেও অদ্ভুত এক সংবেদন হত। যেহেতু এইসব অমূল প্রত্যক্ষ তাঁর অন্যান্য মহিলাদের উপস্থিতিতে হত, তিনি মনে করতেন যে তিনি ওঁদের এবং ওঁরা তাঁর যৌনাঙ্গ দেখতে পারছেন। শেষ পর্যন্ত তাঁর শ্রবণ-অমূল প্রত্যক্ষ (auditory hallucination) হতে লাগল। এই আওয়াজগুলি তাঁর প্রতিটি চলন-বলন সম্বন্ধে মন্তব্য করতে লাগল, মাঝে-মাঝে তাঁকে ভর্ৎসনা করত এবং ভয়ও দেখাত। তাঁর স্বাস্থ্যের দ্রুত অবনতি ঘটল এবং তাঁকে চিকিৎসার জন্য ভিয়েনায় নিয়ে আসা হল। এই সময়কালে তিনি বেশ কয়েকবার তাঁর ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করার জন্য সময় নির্দিষ্ট করেছিলেন কিন্তু কোনোবারই দেখা করতে পারেননি।

চিকিৎসা চলাকালীন ফ্রাউ পি তাঁর শৈশবের অনেক স্মৃতি মনে করতে পারলেন। এই স্মৃতিগুলির অস্তিত্ব সম্বন্ধেও ফ্রাউ পি সচেতন ছিলেন না। ক্রমশ আবিষ্কার করা গেল যে নগ্ন মহিলাদের ছবি প্রথম তাঁর মনে উদিত হয়েছিল যখন তিনি বাস্তবেই এক বাথটবে কয়েকজন মহিলাকে নগ্নভাবে স্নান করতে দেখেছিলেন। তিনি তাঁদের জন্যও লজ্জিত হলেন এবং নিজের জন্যও লজ্জাবোধ করলেন। তাঁর মনে পড়ল, ৮ থেকে ২৭ বছর বয়স পর্যন্ত তিনি সব সময় খুব লজ্জিত বোধ করতেন কারণ তিনি বাথটবে তাঁর মা, বোন এবং চিকিৎসকের সামনে বস্ত্রহীন অবস্থায় ছিলেন। অবশেষে তাঁর সমস্ত অমূল প্রত্যক্ষের উৎস তাঁর নিজের ভাইয়ের সঙ্গে শৈশবকালীন যৌন অভিজ্ঞতায় আবিষ্কৃত হয়। ছ'বছর বয়সে তাঁর নার্সারিতে তিনি যখন পোশাক পরিবর্তন করতেন, তখন তাঁর ভাইকে নিজের যৌনাঙ্গ প্রর্দশন করতেন। ভাইও তাই করতেন। সেই বয়সে এটা একটা নিয়মিত ঘটনা ছিল এবং এর জন্য তিনি কোনো রকম লজ্জাও বোধ করতেন না। এই ঘটনার দ্বারা শুতে যাবার আগে পোশাক পরিবর্তনের সময় তাঁকে কেউ দেখছে— এই ভয়টির ব্যাখ্যা পাওয়া যাচ্ছে। ফ্রয়েডের মতে শৈশবে যে ভয় আর লজ্জা তিনি পাননি, এখন যেন তারই ক্ষতিপূরণ করছিলেন।

তাঁর মানসিক অবসাদ বা বিষণ্ণতা (depression) শুরু হয় যখন তাঁর স্বামীর সঙ্গে এক কলহ-বিবাদের ফলে তাঁর ভাই তাঁর বাড়িতে আসা বন্ধ করে দেন। তিনি বরাবরই এই ভাইকে খুব ভালোবাসতেন এবং ভাইয়ের অদর্শন তাকে খুব কষ্ট দিত। সবাই তাঁর নিন্দা করছে আর তাঁকে অপমান করছে— এই অনুভুতি ভ্রাতৃবধূর এক মন্তব্যের পরে শুরু হয়। তাঁর ভ্রাতৃবধূ তাঁকে বলছিলেন যে তাঁদের পিত্রালয়ে ভাইদের জন্য অনেক রকমের অসুবিধা হত। তিনি আরও একটি মন্তব্য করেন, "প্রতিটি পরিবারেই এমন কিছু কিছু ঘটনা থাকে যা পরিবারের সবাই ঢাকা- চাপা দিয়ে রাখতে চায়। কিন্তু তেমন কিছু আমার সঙ্গে ঘটলে আমি তা সহজভাবেই নেব"। ফ্রাউ পি-র বিষন্নতা তাঁর ভাইয়ের পত্নীর শেষের মন্তব্যটির পরে শুরু হয়েছিল। ঐ সব মন্তব্য যেহেতু তাঁর ভাইয়ের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের স্মৃতি তাঁর মনে জাগিয়ে তুলতে পারত, তিনি সেগুলি অবদমিত করে দিয়েছিলেন, শুধু শেষের নির্দোষ মন্তব্যটি মনে রেখেছিলেন। শেষের মন্তব্যটিতে তাঁর মনে হল, তাঁর

ভ্রাতৃবধূ তাঁকে ভর্ৎসনা করছেন যদিও মন্তব্যটির মধ্যে নিন্দাসূচক কিছু ছিল না। ফ্রাউ পি অবশ্য মনে করতেন যে মন্তব্যটির ভাষায় কিছু ছিল না, কিন্তু বলার ধরন (tone) ভর্ৎসনাসূচক ছিল। স্মৃতিটি সংজ্ঞান মনে উঠে আসবার পর তিনি তাঁর ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে পারলেন না। এতদিন তিনি বার-বার দেখা করার সময় নির্দিষ্ট করেও কোনওবারেই দেখা করতে পারেননি। তাঁর মনে হত যে তিনি একবার ভাইয়ের দিকে তাকালেই ভাই তাঁর মানসিক কষ্ট বুঝতে পারবেন কারণ তিনি ঐ কারণ সম্বন্ধে অবহিত। তাঁর ভ্রান্ত বিশ্বাস যে সবাই তাঁকে দেখছে, ভাইয়ের প্রতি তাঁর যৌন কামনার প্রক্ষেপ (projection)। এই যৌন-কামনার অভিজ্ঞতা তাঁর অতি শৈশবের বিষয়বস্তু। এইসব স্মৃতি ও প্রবৃত্তির সঙ্গে জড়িত তাঁর নিজের লজ্জাবোধ তিনি তাঁর প্রতিবেশী ও আত্মীয়-স্বজনের উপর আরোপ (Projection) করেছিলেন। তাই তাঁর মনে হত, ওরা তাঁর নিন্দা করছে।

চিকিৎসার অগ্রগতির সঙ্গে তিনি আরও স্মরণ করতে পারলেন যে নগ্ন মহিলাদের পেটের নিম্নাংশ তাঁকে শিশুদের পেটের নিম্নাংশের কথা মনে করিয়ে দেয় এবং এর ফলে তাঁর পেটে অদ্ভুত সংবেদন হত। এই সব স্মৃতির সঙ্গে তাঁর খাওয়ায় অনীহা যুক্ত হয়ে গিয়েছিল। চিকিৎসায় এই সব স্মৃতি, আর ছবি যতই একে একে তাঁর মনে উদিত হতে লাগল, ততই তাঁর অমূল প্রত্যক্ষ (hallucination) কমে যেতে লাগল এবং অবশেষে সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেল।

ফ্রয়েড আরও অনুমান করলেন যে তিনি যেসব কথা শুনতে পেতেন এই অবদমনের মধ্যেই তার উৎস নিহিত ছিল। তিনি কানে যে-সব কথা শুনতে পেতেন সেগুলি যেন তাঁর শৈশব যৌন-অভিজ্ঞতার জন্য তাঁকে ভর্ৎসনা করত। একটি বই পড়ার সময় প্রথম তাঁর এই ধরনের শ্রবণ-অমূল-প্রত্যক্ষ হয়। বইটি এক বিবাহিত দম্পতির সম্বন্ধে ছিল। এটি পড়ার সময় স্বামীর সঙ্গে তাঁর নিজের যৌন-জীবনের কথা তাঁর মনে পড়ল এবং তার সূত্র ধরে নিজের শৈশবের যৌন অভিজ্ঞতার কথা তাঁর স্মৃতিপটে জেগে উঠল। এই শ্রবণ-অমূল প্রত্যক্ষ বা কথা শোনাও এক মানসিক সন্ধিজ প্রক্রিয়ার[৫] (compromise formation) ফলশ্রুতি। এই সন্ধিজ প্রক্রিয়া অহমের[৭] বাধা আর অবদমিত ইচ্ছার মধ্যে ঘটেছিল। অবদমিত ইচ্ছাগুলি সংজ্ঞান মনে উঠে আসার চেষ্টা করছিল আর অহম তাদের অবদমিত করে রাখার চেষ্টা করছিল। সেই কারণে এই compromise formation-এর মাধ্যমে অবদমিত কামনাগুলির বিকৃতি ঘটানোর প্রয়োজন ছিল যাতে ইচ্ছাগুলির প্রকৃত স্বরূপ ধরা না পড়ে এবং তাদের আসল চেহারা চিনতে না-পারা যায়। সেই কারণে ঐ সব কানে শোনা কথাগুলি বেশির ভাগই তাঁর ক্রিয়াকলাপ, নড়াচড়া ইত্যাদি নিয়ে কথা বলত এবং ঐ বইটির যে অংশগুলি যৌন অভিজ্ঞতার সঙ্গে যুক্ত সেগুলির পুরো স্তবক (paragraph) তাঁকে বার-বার শোনাত। শব্দগুলির অপমানজনক অংশ অনেক গভীরে লুকোনো থাকত, ভিন্ন-ভিন্ন বাক্যগুলির সংযোগও অদ্ভুতভাবে প্রকাশ করা হত। কিছু কিছু অপ্রচলিত কথা, অদ্ভুত প্রকাশভঙ্গির মাধ্যমে বাক্যগুলির সংযোগ প্রকাশ করা হত। এই বৈশিষ্ট্যগুলি ভ্রম বাতুলতার শ্রবণ-অমূল-প্রত্যক্ষণে সাধারণভাবে উপস্থিত থাকে এই সব সন্ধিজ প্রক্রিয়ার

মাধ্যমে সমস্ত ব্যাপারটির বিকৃতি ফ্রয়েড বেশ ভালোভাবে বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি আরও বুঝতে পেরেছিলেন যে প্যারানোইয়ার ক্ষেত্রে শেষ পর্যন্ত সমস্ত প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থাই ব্যর্থ হয়। যে আত্মগ্লানি বা ভর্ৎসনার হাত থেকে বাঁচার জন্য এই সব প্রাণান্তকর প্রয়াস, সেটি রূপান্তরবিহীনভাবে, তার প্রকৃত স্বরূপে সংজ্ঞান বা সচেতন মনে উঠে আসে। এই ঘটনা-প্রবাহ যে সবক্ষেত্রেই ঘটবে—তা ফ্রয়েড নিশ্চিতভাবে বলতে পারেননি। আত্মভর্ৎসনার ভাষার উপর সেন্সারের কাঁচি চালানোর এই প্রক্রিয়াটি একেবারে প্রথম থেকে উপসর্গরূপে দেখা দেবে কি-না—সে সম্বন্ধেও তিনি নিশ্চিতভাবে কিছু বলতে পারেননি।

ভ্রম বাতুলতায় আত্মভর্ৎসনা যে প্রক্রিয়ায় অবদমন করা হয়, তাকে ফ্রয়েড প্রক্ষেপ (projection) রূপে বর্ণনা করেছেন। যে আত্মভর্ৎসনা ও আত্মগ্লানি আমি অনুভব করছি অথচ স্বীকার করতে চাই না, তা আমি বাইরের বস্তুর উপর আরোপ করি। তখন মনে হয়, বাইরের লোকেরা আমার নিন্দা করছে। সুতরাং এই ভ্রান্ত-বিশ্বাসের মাধ্যমে ঐ আত্মভর্ৎসনা ও আত্মগ্লানি ফিরে আসে আর এর হাত থেকে বাঁচার কোনো অস্ত্রই তখন ব্যক্তিটির হাতে থাকে না। অর্থাৎ প্যারানোইয়ায় সব প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থাই ব্যর্থ হয় যেটা ফ্রাউ পির ক্ষেত্রেও ঘটেছিল। তাঁর শ্রবণ-অমূল-প্রত্যক্ষণের মাধ্যমে তাঁর শৈশব যৌন অভিজ্ঞতাকে ঘিরে তাঁর আত্মগ্লানি ও আত্মভর্ৎসনা ফিরে এসেছিল। তিনি নিজেকে ঐ গ্লানি থেকে রক্ষা করতে পারেননি।

রোগের বাকি লক্ষণগুলিকে 'অবদমিত বিষয়ের প্রত্যার্পণ' (Return of the repressed)-এর লক্ষণরূপে গণ্য করা যায় এবং এখানেও আমরা compromise formation বা অহমের সন্ধিজ প্রক্রিয়ার চিহ্ন পাই। এই সন্ধিজ প্রক্রিয়ার জন্যই এই সব কামনা-বাসনাগুলি সচেতন মনে প্রবেশের ছাড়পত্র পেয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ, ফ্রাউ পির ভ্রান্ত বিশ্বাস যে পোশাক পরিবর্তনের সময় তাঁকে কেউ দেখছে, তাঁর চাক্ষুষ অমূল প্রত্যক্ষ (visual hallucination), সংবেদন সম্বন্ধীয় অমূল প্রত্যক্ষ (sensory hallucination), তাঁর কথা শুনতে পাওয়া (auditory hallucination), সবই তাঁর নিজের কামনার সঙ্গে সন্ধির ফলাফল। এই কেস থেকে ফ্রয়েড আরও একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে ফ্রাউ পি যে আত্মগ্লানি অনুভব করতেন, ঐ আত্মগ্লানিই ভাষার মাধ্যমে তাঁর শ্রবণ-অমূল-প্রত্যক্ষের মাধ্যমে প্রকাশিত হচ্ছিল আর তিনি তাই শুনতে পেতেন। যা তিনি শুনতে পেতেন, সেগুলি তাঁরই চিন্তা। এই চিন্তাগুলো সামান্য বিকৃতি (distortion) এর মাধ্যমে তাঁর শ্রবণ অমূল প্রত্যক্ষ সৃষ্টি করেছিল। বিকৃতি ঘটাবার উদ্দেশ্য হল যাতে আত্মভর্ৎসনাকে আত্মভর্ৎসনা বলে চিনতে না পারা যায়। সেই উদ্দেশ্যে আত্মভর্ৎসনার সঙ্গে যুক্ত অন্যান্য চিন্তাকেও শ্রবণ অমূল প্রত্যক্ষে স্থান দেওয়া হল। পুরোনো অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিল আছে এমন কিছু সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতা আত্মভর্ৎসনার সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া হয়। ফলে, বিষয়বস্তুর বিকৃতি ঘটে এবং আত্মভর্ৎসনাকে আর তার প্রকৃতরূপে, প্রকৃত অভিজ্ঞতার সঙ্গে যোগ করে চিনতে পারা যায় না। সুতরাং আমার অহম কিছুটা স্বস্তি

পায়।

ফ্রয়েড আরও একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন। তা হল, সন্ধিজ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যে সব ভ্রান্ত বিশ্বাস সংজ্ঞান মনে প্রবেশ করছে, সেগুলি যতক্ষণ না সম্পূর্ণরূপে সংজ্ঞানে স্বীকৃত হচ্ছে, ততক্ষণ তারা অহমের চিন্তাশক্তির উপর চাপ সৃষ্টি করতে থাকে। এই ভ্রান্ত ধারণাগুলোকে কোনোভাবেই প্রভাবিত করা সম্ভব নয়, তাই অহম সেগুলোকে মেনে নেয়। সুতরাং এই ভ্রান্ত ধারণাগুলি অহমকেও পরিবর্তিত করে দেয়।

প্যারানোইয়ার মানসিক প্রক্রিয়া বোঝার প্রচেষ্টা যদিও ফ্রাউ পি-এর কেস দিয়ে শুরু হয়েছিল এবং এই রোগের অন্তর্নিহিত সমকামিতার phantasy যা প্রকৃতপক্ষে রোগটি সৃষ্টি করেছিল—তা এই তত্ত্বের দ্বারা ব্যাখ্যা করা যাচ্ছে না। এই রোগের সঙ্গে যুক্ত সমকামিতার প্রক্রিয়া ফ্রয়েড পরবর্তীকালে ড. ড্যানিয়েল পল শ্রেবারের পুস্তক 'Memoirs of a Nerve Patient' বইটির আলোচনার মাধ্যমে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করেন (১৯০৮)। 'Further Remarks On The Neuropsychosis of Defence' এবং শ্রেবারের কেসটি প্রকাশিত হবার মধ্যে পুরো ১০ বছরের ব্যবধান ছিল। এই সময়ের মধ্যে ফ্রয়েডের কোনো বৈজ্ঞানিক কাজে এই রোগের প্রসঙ্গ আসেনি এবং এ ব্যাপারে প্রদত্ত তাঁর তত্ত্বও তিনি কোনো ভাবে পরিবর্তিত করেননি। শ্রেবারের কোস সম্বন্ধে তাঁর আলোচনা ১৯১১ সালে প্রকাশিত হয়। এই আলোচনায় তিনি ভ্রম বাতুলতার নির্জ্ঞান নোদনা (motivation) রূপে প্রচ্ছন্ন (latent) সমকামী ইচ্ছাকে স্পষ্টভাবে তুলে ধরেন।

ড্যানিয়েল পল শ্রেবার লাইপজিগ (Leipzig) শহরের চিকিৎসক ড. ড্যানিয়েল গটলব মরিৎজ শ্রেবারের কনিষ্ঠ সন্তান ছিলেন। শ্রেবারের পিতা লাইপজিগ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকও ছিলেন। তিনি সেখানে অস্থিবিদ্যা সংক্রান্ত (orthopedic) শিক্ষালয় (institute)ও প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৬১ সালে ৫৩ বছর বয়সে তিনি মারা যান। শ্রেবারের পরিবারিক জীবন সম্বন্ধে খুব অল্পই জানা আছে কারণ পারিবারিক ব্যাপার সম্বন্ধে জনসমক্ষে আলোচনায় তাঁরা অস্বস্তি বোধ করতেন। "Memoirs"- এর অনেকগুলি প্রতিলিপি এই কারণে নষ্টও করে ফেলা হয়েছিল। "Memoirs" থেকে আমরা জানতে পারি যে শ্রেবারের বিবাহিত জীবন বেশ সুখী ছিল যদিও অনেক চেষ্টার পরও সন্তান না-হওয়ায় স্বামী-স্ত্রী দুজনেই একটু হতাশ বোধ করতেন। মানসিক রোগের প্রথম আক্রমণে ১৮৮৪ সালে শ্রেবার সোনেস্টাইন অ্যাসাইলামে ভর্তি হন এবং ১৮৮৫ তে ছাড়া পান। এই সময় Dr. Flechsig তাঁর চিকিৎসা করেছিলেন। তাঁর মতে শ্রেবারের রোগ ছিল প্রবল হাইপোকন্ড্রিয়া[৮]। এই অসুস্থতার আগে শ্রেবারের Clinical history সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা নেই। এই সময় তাঁর বয়স ছিল ৪২ বছর।

১৮৯৩ সালে তিনি আপীল কোর্টের সভাপতি বিচারক (Senatsprasident) রূপে নিযুক্ত হন। এই সময় তিনি মাঝে-মাঝে স্বপ্ন দেখতেন যে তাঁর পূর্বের রোগ ফিরে এসেছে। একদিন বেশ সকালে সম্পূর্ণ স্বচ্ছ পরিষ্কার মানসিক অবস্থায় তাঁর মনে একটি ধারণা উদিত হল। তাঁর মনে হল, একটি নারী হয়ে সম্ভোগের ক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করা নিশ্চয় খুব

আনন্দের হবে। শ্রেবারের দ্বিতীয় অসুস্থতা এই সময় শুরু হয় এবং তাঁকে আবার Dr. Flechsig এর ক্লিনিকে ভরতি হতে হয়। সেখানে আবার তাঁর হাইপোকন্ড্রিয়ার লক্ষণগুলি দেখা দেয়। তাঁর মনে হতে থাকে যে তাঁর মস্তিষ্ক নরম হয়ে গেছে এবং তিনি শীঘ্রই মারা যাবেন। পীড়ন সংক্রান্ত ধারণাও (persecutory ideas) তাঁর মনে মাঝে-মাঝে উদিত হতে থাকে। আলো আর শব্দের ব্যাপারে তিনি অতিরিক্ত সংবেদনশীল হয়ে পড়েন। পরে শ্রবণ ও দর্শন সংক্রান্ত অধ্যাস (illusion) ঘন-ঘন হতে লাগল। তাঁর মনে হতে লাগল যে তিনি মারা গেছেন, তাঁর শরীর পচে গেছে, অথবা তাঁর প্লেগ হয়েছে। তিনি জোর দিয়ে বলতেন যে তাঁর শরীরকে বিশ্রীভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে এবং তিনি ঘোষণা করলেন এ সবই হচ্ছে এক অতি পবিত্র উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত। বাথটবে নিজেকে ডুবিয়ে মারার চেষ্টাও কয়েকবার করেন। প্রায়ই তিনি "তাঁর জন্য রাখা", সায়নায়েড চাইতেন। তাঁর ভ্রান্ত-ধারণাগুলি ক্রমশই এক অতীন্দ্রিয় (Mystic) ও ধার্মিক রূপ গ্রহণ করতে লাগল। ঈশ্বরের সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ যোগাযোগের কথাও তিনি বলতেন, আবার তিনি শয়তানের হাতের ক্রীড়নকও ছিলেন। তিনি ঐন্দ্রজালিক (magical) ছায়া দেখতে পেতেন, 'পবিত্র সঙ্গীত' (holy music) শুনতে পেতেন এবং শেষ পর্যন্ত বিশ্বাস করতে শুরু করলেন যে তিনি অন্য এক জগতে বাস করছেন। (৩৮০)

তাঁর মধ্যে পীড়ন ভ্রান্তির (delusion of persecution) লক্ষণও বেশ প্রকট ছিল এবং এই ভ্রান্ত-ধারণাগুলি Dr. Flechsig এর দিকে বিশেষভাবে নির্দেশিত ছিল। Dr. Flechsig কে তিনি তাঁর 'আত্মার হত্যাকারী' (soul murderer) বলে মনে করতেন। শ্রেবার চমৎকার স্মৃতিশক্তির অধিকারী ছিলেন এবং বহু বিষয়ে তাঁর গভীর জ্ঞান ছিল। তিনি খুব সংহতভাবে নিজের জ্ঞান প্রকাশও করতে পারতেন। এই সব গুণাবলী সত্ত্বেও তাঁর মন অসংখ্য সুসম্বদ্ধ ভ্রান্ত-বিশ্বাসে পূর্ণ ছিল। তাঁর সব চেয়ে প্রধান ভ্রান্ত বিশ্বাস ছিল যে এই বিশ্বকে উদ্ধার করে তাকে পূর্বের আনন্দময় (bliss) অবস্থায় ফিরিয়ে আনা তাঁর মিশন। এই ধারণাটিই ফ্রয়েডকে শ্রেবারের ভ্রম বাতুলতার নির্জ্ঞান প্রক্রিয়া বুঝতে সাহায্য করেছিল। শ্রেবার আরও বিশ্বাস করতেন যে তাঁর মিশন তখনই সফল হবে যখন সর্বাগ্রে তাঁকে এক নারীতে রূপান্তরিত করা হবে। Dr. Flechsig অন্যদের অজান্তে তার সঙ্গে রহস্যময় "নার্ভ ভাষায়" সব সময় যোগাযোগ রাখছেন। অসংখ্য লোকের আত্মা তাঁর ব্যাপারে বিশেষভাবে আগ্রহী এবং তাঁরা "দৈবিক নার্ভের" (divine nerve) মাধ্যমে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন। এই লোকেরা তাঁকে বিশেষ-বিশেষ সংবাদ সরবরাহ করেন এবং নানান অনুরোধও করেন। সোনেস্টাইন অ্যাসাইলামে থাকাকালীন সময়ে তিনি এ-ও বলেছিলেন যে এই বিশ্বে "খুব দ্রুতগামী ক্ষণস্থায়ী" মানুষও আছেন। তিনি বলতেন, এরা প্রকৃতপক্ষে আত্মা এবং অস্থায়ীভাবে মানুষের শরীরে বাস করছে। এক অলৌকিক ঘটনার মাধ্যমেই এ-সব ঘটছে।

নারীতে রূপান্তরিত হওয়ার কামনা তাঁর কাছে খুবই আকর্ষক মনে হলেও, প্রথম-প্রথম শ্রেবার এটিকে তাঁকে পীড়ন করার পন্থা বলেই মনে করতেন। গৌণভাবে এই চিন্তা এক

ত্রাণকর্তার চিন্তার সঙ্গেও যুক্ত ছিল।

ফ্রয়েডের মতে শ্রেবার প্রথম দিকে নারীতে তাঁর রূপান্তর Dr. Flechsig-এর দ্বারা তাঁকে যেন যৌন অপব্যবহার (abuse) করা হোক—এই ইচ্ছা থেকেই চেয়েছিলেন, কোনো মহৎ উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য চাননি। এক যৌন পীড়ন-ভ্রান্তি (sexual persecution) রোগীর মনে এক ধার্মিক বিভব ভ্রান্তি (delusion of grandeur) তে রূপান্তরিত হল। পীড়কের ভূমিকায় প্রথমে ছিলেন Dr. Flechsig, পরে তাঁর স্থান নিলেন স্বয়ং ঈশ্বর। পুরো সময়টাই শ্রেবার Dr. Flechsig কে নিজের শত্রু এবং ঈশ্বরকে নিজের বন্ধু ও মিত্র বলে মনে করেছেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি এই ধারণা এড়াতে পারলেন যে তাঁর বিরুদ্ধে যে-সব পরিকল্পনা করা হয়েছে, ঈশ্বরও তাতে সাহায্য করছেন। সুতরাং Dr. Flechsig হলেন প্রথম প্রলুব্ধকারী এবং তাঁর প্রভাব এমনই যে ঈশ্বরও তার কাছে নতি স্বীকার করলেন। শ্রেবার আরও বলেন যে Dr. Flechsig শুধু যে তাঁর উপর প্রভাব বিস্তার করেছেন, তাই নয়, তাঁরও (Flechsig র) শ্রেবারের মতই দূরদৃষ্টি আর অতি প্রাকৃতের জ্ঞান আছে।

ফ্রয়েডের মতে যে ব্যক্তিকে ভ্রান্ত-বিশ্বাসের তন্ত্রে (system) এত বেশি শক্তি ও প্রভাব প্রদান করা হয়েছে, যাঁকে সমস্ত ষড়যন্ত্রের মূলকর্তারূপে মনে করা হচ্ছে, তিনি নিশ্চয় রোগীর অনুভূতির জগতে কোনো সমান গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির সঙ্গে হয় একাত্ম অথবা তাঁর বিকল্প (substitute)। যে মানুষটি আজ ঘৃণা ও ভয়ের পাত্র, তিনিই আদতে গভীর ভালোবাসার পাত্র ছিলেন। পীড়ন ভ্রান্তির উদ্দেশ্য হল, ঐ মানুষটির প্রতি রোগীর পরিবর্তিত অনুভূতি ও মনোভাব গোপন করা। যে আমার শত্রুতা করছে, আমার জীবনহানির চেষ্টা করছে, তাকে ঘৃণা করার তো যথেষ্ট কারণ আছে। তাই পীড়কের (persecutor) প্রতি নিজের ভালোবাসার মনোভাব গোপন করার জন্য পীড়ন-ভ্রান্তি সৃষ্টি করা হয়।

হাইপোকন্ড্রিয়ার প্রথম আক্রমণ থেকে সুস্থ হয়ে উঠার পরে শ্রেবারের অনুভূতি তাঁর চিকিৎসক Dr. Flechsig এর প্রতি বেশ বন্ধুত্বপূর্ণই ছিল। Senats President নিযুক্ত হবার পর তিনি প্রায়ই স্বপ্ন দেখতেন যে তিনি আবার অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। এই সময়ই তিনি নারীতে রূপান্তরিত হয়ে যৌন সুখ ভোগ করার সুখও যেন অনুভব করতেন। ফ্রয়েডের মতে, অসুস্থতার স্মৃতি তাঁকে তাঁর চিকিৎসকের কথা মনে করিয়ে দিত এবং phantasy তে তিনি যে নারীভাব অনুভব করতেন, তা স্পষ্টতই তাঁর চিকিৎসকের প্রতি নির্দেশিত ছিল। এটা খুবই সম্ভব যে চিকিৎসা চলাকালীন চিকিৎসকের প্রতি তাঁর স্নেহপূর্ণ নির্ভরতার মনোভাব তৈরি হয়েছিল এবং পরবর্তীকালে কোনো কারণে তা যৌন কামনায় রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছিল। সুতরাং তাঁর রোগের উত্তেজক কারণ (exciting cause) তাঁর মনে Dr. Flechsig এর প্রতি প্রবল সমকামী যৌনতার ভাব উৎসারিত হওয়া। এই অনুচিত কামনা তো স্বীকার্য বা গ্রহণযোগ্য নয়, তাই এই প্রবৃত্তির সঙ্গে বিরোধ তাঁর মনে দ্বন্দ্বের জন্ম দেয়। এই দ্বন্দ্ব থেকেই রোগের প্রবল লক্ষণগুলির সৃষ্টি হয়।

সমকামী যৌন মনোভাবই যে শ্রেবারের রোগের কারণ—এটা ফ্রয়েড আরও একটি ঘটনার মাধ্যমে প্রমাণ করতে চেষ্টা করেন। এক সময় যখন শ্রেবারের স্ত্রী ছুটিতে বেড়াতে গিয়েছিলেন, তখন শ্রেবার আরও একবার সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছিলেন (nervous collapse)। স্ত্রী ছুটিতে যাবার আগে শ্রেবার তাঁর সঙ্গে বেশ কয়েক ঘণ্টা সময় কাটান কিন্তু চার দিন ছুটি কাটিয়ে স্ত্রী যখন ফিরে এলেন, তখন শ্রেবার এমন গভীর বিষাদে আচ্ছন্ন হলেন যে স্ত্রীর সঙ্গে একটা কথা পর্যন্ত বললেন না। তাঁর স্ত্রীর উপস্থিতি মাত্র তাঁকে তাঁর সমকামী মনোভাব থেকে রক্ষা করত। তিনি বেড়াতে চলে যাওয়ায় ঐ রক্ষাকবচটি আর তাঁর হাতে রইল না। সুতরাং স্ত্রীর অনুপস্থিতিতে তিনি নিজের মনকে সমকামী যৌনসুখে কল্পনা বা phantasyতে সুখভোগ করা থেকে আটকাতে পারেননি। সম্ভবত এটিই তাঁর নার্ভাস কোল্যাপ্সের কারণ (?)।

ফ্রয়েডের মতে পীড়ক Dr. Flechsig যদি আদতে শ্রেবারের ভালোবাসার পাত্র হয়ে থাকেন, তবে ঈশ্বর নিশ্চয় এমন একজন কারও বিকল্প যাঁকে শ্রেবার ভালোবাসতেন এবং শ্রেবারের জীবনে যিনি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে ছিলেন। এই সূত্র ধরে চিন্তা করে ফ্রয়েড এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে ঐ ব্যক্তি নিশ্চয় শ্রেবারের পিতা হবেন। তা যদি হয় Dr. Flechsig নিশ্চয় তাঁর বড় ভাইয়ের স্থানাধিকারী। সুতরাং যে নারীসুলভ মনোভাব তাঁর মনে যৌন কামনা জাগিয়ে ছিল, এবং শুরুতে যে মনোভাবের তিনি প্রবল বিরোধিতা করেছিলেন, তার উৎস তাঁর পিতা ও বড় ভাইয়ের প্রতি তাঁর সুপ্ত যৌন-কামনা। অধ্যারোপ (transference) প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রতি কামনা Dr. Flechsig এর প্রতি স্থানান্তরিত হয়েছিল। অধ্যারোপ একটি মানসিক প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে আমাদের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের প্রতি আমাদের মনোভাব আমরা এমন কোনো ব্যক্তির উপর স্থানান্তরিত করি, যিনি নিরপেক্ষ ও কিছুটা উদাসীনও। অধ্যারোপের প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যখন শ্রেবার পিতার প্রতি তাঁর মনোভাবে ঈশ্বরের প্রতি স্থানান্তরিত করতে পারলেন, তখন তাঁর দ্বন্দ্বের অবসান ঘটল। শ্রেবারের পিতা সমাজে যথেষ্ট প্রতিপত্তিশালী ও প্রভাবশালী ছিলেন। সুতরাং পিতার প্রতি মনোভাব ঈশ্বরের প্রতি স্থানান্তরিত করতে শ্রেবারকে বিশেষ বেগ পেতে হয়নি, বিশেষ করে পিতাকে যখন তিনি এত অল্প বয়সে হারিয়ে ছিলেন। শ্রেবারের জীবনে পিতার প্রতি এই গভীর আসক্তি নিশ্চয় কোনো মানসিক প্রয়োজনে গড়ে উঠেছিল এবং এই আসক্তিই পরবর্তীকালে প্রবল যৌন কামনায় রূপান্তরিত হয়।

Flechsig এর সঙ্গে শ্রেবারের বিরোধিতার মনোভাব ঈশ্বরের সঙ্গে তাঁর বিরোধিতার মনোভাবের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছিল। ঈশ্বরের সঙ্গে বিরোধিতা শৈশবে পিতার সঙ্গে বিরোধিতার প্রকাশ। শৈশবে পিতার প্রতি এই বিরুদ্ধ মনোভাবের সৃষ্টি হয় যখন পিতা সন্তানের স্বতঃকামী (autoerotic) তৃপ্তিমূলক ক্রিয়া-কলাপে বাধা দেন, শাসন করেন। সুতরাং পিতার প্রতি শিশুর একটা বিরোধী মনোভাবের সৃষ্টি হয়। প্রতীকীভাবে বলতে গেলে, পিতা সর্বাপেক্ষা কঠিন যে-শাস্তির ভয় দেখান, তা হল উপস্থচ্ছেদ* করা

(castration)। এই উপস্থচ্ছেদ-ভীতি (castration fear) নারীতে রূপান্তরিত হয়ে যাবার ভয়ের প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

নারী হবার কল্পসৃষ্টির পেছনে আরও একটি সম্ভাব্য কারণ হল, তাঁর নিজের বংশধারা অক্ষুণ্ণ রাখার ইচ্ছা। বিবাহের মাধ্যমে তাঁর কোনো সন্তান, বিশেষ করে পুত্রসন্তান, হয়নি। পুত্র হলে তাঁর নিজের পিতা ও ভাইকে হারানোর একটা সান্ত্বনা থাকত, আর তার প্রতি তিনি নিজের সমকামী স্নেহ বর্ষিত করে তৃপ্ত হতে পারতেন। নিজেকে নারীতে রূপান্তরিত করার পশ্চাতে নিশ্চয় তাঁর এমন কোনো ইচ্ছে কাজ করছিল যে তিনি কোনোভাবে একটি সন্তান পেতে পারবেন এবং শৈশবে পিতার প্রতি তাঁর যে নারীসুলভ মনোভাব ছিল, তা ফিরে পাবেন।

Flechsig-এর প্রতি তাঁর এই নারীসুলভ ভালোবাসার প্রকাশ বা তৃপ্তি দুটোই তাঁর কাছে অসম্ভব ছিল। নিজের সমকামিতাকে তাহলে তাঁকে স্বীকার করতে হত। কিন্তু ঈশ্বরকে এই কাজের দায়িত্ব দেওয়ায় তাঁর অহম কোনো কষ্ট বা বাধের[১০] সৃষ্টি করেনি। পুরুষত্বহীনতাও তখন আর লজ্জার বিষয় বা অপমানের ব্যাপার হয়নি। ঈশ্বর জগৎ ও জীবনকে যেমন ভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে চান (order of things), এটা তারই অংশ রূপে পরিগণিত হয়েছিল। এই নারীত্ব, তাঁর কাছে, যেন প্রলয়ের পর নতুন করে মনুষ্য-সৃষ্টির মাধ্যম রূপে প্রতিভাত হয়েছিল। সুতরাং নারীতে রূপান্তরিত হওয়া তখন আর কোনো ভীতিপ্রদ ব্যাপার থাকেনি, বরং পবিত্র এক কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এই শ্লাঘা বায়ুর (megalomania)[১১] মাধ্যমে তাঁর মন এক ধরনের ক্ষতিপূরণ লাভ করলো (অর্থাৎ লিঙ্গ হারালেও, আমি ঈশ্বরের প্রিয়) এবং নারীতে রূপান্তরিত হওয়ার কল্পনা তাঁর কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠল।

ফ্রয়েড মনে করেন যে ভ্রম বাতুলতার যৌন কারণ খুব স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয় না, বরং এই অসুস্থতার অন্তর্নিহিত কারণের মধ্যে সামাজিক অবমাননা ও অপমানই —বিশেষ করে পুরুষদের ক্ষেত্রে—অনেক বেশি প্রবলভাবে দেখা দেয়। কিন্তু উপরের এই সব ভাসা-ভাসা স্তর পার হয়ে আমরা যদি গভীরে যাই, তাহলে দেখব যে এই সব সামাজিক আঘাতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে ব্যক্তিটির সমকামী যৌনতায়। আমাদের মানসিক যৌন-বিকাশে[১২] (psycho-sexual development) একটা স্তর আসে যখন আমরা অন্য বস্তুর (object) ভালোবাসা পাবার জন্য নিজেদের যৌন প্রবৃত্তি সংহত করি (তার আগে পর্যন্ত যৌনবৃত্তি স্বতঃকামের[১৩] মধ্য দিয়েই তৃপ্তি লাভ করে)। স্বতঃকামের স্তর থেকে বেরিয়ে শিশু প্রথমে তার শরীরকে বস্তু রূপে ভালোবাসে। ধীরে-ধীরে বহির্জগতের অন্যান্য ব্যক্তি বা বস্তুর প্রতি তার ভালোবাসা প্রসারিত হয়। স্বতঃকাম (auto erotism) থেকে বস্তুকামের ক্ষেত্রে আমরা যখন object choice-র (object love) করি, তখন যে স্তরে আমাদের যৌন বিকাশ আটকে গিয়েছিল অর্থাৎ স্বকামের স্তর, তার বৈশিষ্ট্যের প্রবল প্রভাব থাকে। অর্থাৎ আমার ভালোবাসার বস্তু একই ধরনের হবে, আমার নিজের মতনই হবে, বিশেষ করে তার ঐ ধরনেরই লিঙ্গ থাকবে—এক কথায় বলতে গেলে এই বস্তু-

নির্বাচন সমকামী নির্বাচন হয়। এই স্তরের পরে ইতর রতি বা heterosexuality-র স্তর আসে। যে সমস্ত ব্যাক্তিরা পরবর্তী জীবনে সমকামী হন, তাঁরা এই স্বকামের[১৪] বস্তু-নির্বাচনের স্তর পার হয়ে এগিযে যেতে পারেননি। অবশ্য, ইতর রতির স্তরে উপনীত হবার পরও সমকামী প্রবৃত্তি নিঃশেষ হয়ে যায় না। তারা তাদের সমকামী স্তর থেকে বিচ্যুত হয়ে এমন সব সম্পর্কের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায় যেগুলি তাদের সামাজিক প্রবৃত্তির বিকাশে সাহায্য করে, যেমন, বন্ধুত্ব, সখ্যতা ইত্যাদি।

যে সব ব্যক্তিরা স্বকামের স্তর থেকে বেরিয়ে আসতে পারেননি, একটি বিশেষ ধরনের বিপদের খাঁড়া তাঁদের মাথার উপর ঝুলতে থাকে। বিপদটি হল এক প্রবল যৌন-সংবেদনা তাদের সামাজিক সম্পর্কগুলোকেও যৌনতা যুক্ত[১৫] (sexualized) করে দেয়। সুতরাং তাঁরা তাঁদের সমকামী প্রবৃত্তির রূপান্তর করে সামাজিক সম্পর্কের মাধ্যমে তৃপ্তি লাভের চেষ্টা করেছিলেন, তা ব্যর্থ হয়ে যায়। এটা ঘটতে পারে যখন লিবিডো পূর্ববর্তী কোনো স্তরে প্রত্যাবৃত্ত (Regress) করে। ইতরবৃত্তি (heterosexual) সম্পর্কে নৈরাশ্য অথবা সমলিঙ্গের ব্যক্তিদের সঙ্গে সম্পর্কে ব্যর্থতার ফলে লিবিডো কোনো পূর্ববর্তী স্তরে প্রত্যাবৃত্ত করে। এই দুই পরিস্থিতি এমনই গভীর ব্যর্থতাবোধ সৃষ্টি করে যে লিবিডো এক প্রবল রূপ ধারণ করে। তখন সামাজিকভাবে স্বীকৃত পথে তৃপ্তি খোঁজার অপেক্ষা লিবিডো আর করতে পারে না। যৌন বিকাশের দুর্বলতম স্তর থেকে তারা তৃপ্তির পথ খুঁজতে বেরিয়ে পড়ে। এই স্তরগুলি হল, স্বতঃকামিতা[১৬], স্বকাম আর সমকামিতার স্তর।

পুরুষদের মধ্যে ভ্রম বাতুলতার মূল উৎসনিহিত আছে সমকামিতার মাধ্যমে অন্য একটি পুরুষকে ভালোবাসার ইচ্ছায়। ভ্রম বাতুলতার সব কটি প্রকারকে মাত্র একটি বাক্য ও তার বিরোধিতা দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায়। সেই বাক্যটি হল :

"আমি (একজন পুরুষ) তাকে (আর একজন পুরুষকে) ভালোবাসি।" ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের ভ্রম-বাতুলতায় এই বিরোধ ভিন্ন-ভিন্নভাবে প্রকাশিত হয়। আমরা নীচে সেগুলি উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করছি।

১। পীড়ন ভ্রান্তি (Delusion of Persecution) : "আমি তাকে ভালবাসি"—এই বচনটির সঙ্গে যুক্ত অনুভূতি মনের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। তাই এই অনুভূতির বিরুদ্ধে Reaction Formation বা প্রতিক্রিয়াফল নামক এক প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হল। এই ব্যবস্থায় আসল প্রবৃত্তিকে অবদমিত করে তার রূপ পরিবর্তিত করে তার বিপরীত প্রবৃত্তির বিকাশ করা হয়। সুতরাং, "আমি তোমাকে ভালোবাসি" হয়ে যায় "আমি তোমাকে ঘৃণা করি" (প্রতিক্রিয়ার ফলের মাধ্যমে)।

কিন্তু যদি এর পরেও প্রবৃত্তিকে সংযত না করা যায়, তখন অহম আরো একটি প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে। সেটি হল প্রক্ষেপ বা আরোপ (Projcetión), অর্থাৎ আমার মনের বৃত্তি আমি বহির্জগতের উপর আরোপ করি। সুতরাং, "আমি তাকে ঘৃণা করি" হয়ে যায় "সে আমাকে ঘৃণা করে"। যদি সে আমায় ঘৃণা করে, তবে তো সে আমার ক্ষতি করার চেষ্টা করবেই। সুতরাং পীড়ন ভ্রান্তির নানা ভয়, ভীতি, আশঙ্কা উঠে

আসে। সুতরাং পুরো প্রক্রিয়াটি দাঁড়ায় :

আমি (পুরুষ) তাকে (পুরুষ) ভালোবাসি—আমি (পুরুষ) তাকে (পুরুষ) ঘৃণা করি (Reaction Formation)—সে (পুরুষ) আমায় (পুরুষ) ঘৃণা করে (আরোপ)। এই সব প্রক্রিয়া নির্জ্ঞানেই অনুষ্ঠিত হয়। সচেতন মনে শুধু সিদ্ধান্তটি আসে। আমি তাকে ঘৃণা করি কারণ সে আমার ক্ষতি করে।

এখানে স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে যে, এসব ক্ষেত্রে আমাদের নির্জ্ঞান মনের প্রবল অনুভূতি এমনভাবে প্রকাশিত হচ্ছে যেন এটা বহির্জগতের ব্যাপার এবং আমাদের মনের সঙ্গে এর কোনো যোগ নেই।

২। অতিকামিতা[১৬] (Erotomania) :

"আমি (পুরুষ) তাকে (পুরুষ) ভালোবাসি— আমি তাকে (মহিলা) ভালোবাসি। কিন্তু এতেও প্রবৃত্তিকে সংযত করা যায় না। প্রক্ষেপের প্রয়োজনে শেষের বাক্যটির সঙ্গে যুক্ত অনুভূতি বহির্জগতের প্রতি আরোপিত হয়। সুতরাং পুরো প্রক্রিয়াটি এরূপ দাঁড়ায় :

আমি তাকে (পুরুষ) ভালোবাসি—আমি তাকে (মহিলা) ভালোবাসি—সে (মহিলা) আমাকে ভালোবাসে (আরোপ বা প্রক্ষেপ)।

এটি সচেতনভাবে মনে এভাবে আসে :

'আমি তাকে (মহিলাকে) ভালোবাসি কারণ সে আমায় ভালোবাসে।

৩। ব্যভিচার-সংশয় ভ্রান্তি (Delusion of Jealousy) :

এই ক্ষেত্রে আমাদের মূল বাক্যটির দুই ভিন্ন জেন্ডারের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভাবে বিরোধিতা করা হয়। পুরুষদের ক্ষেত্রে তিনি এ ব্যাপারে মদ্যপানের প্রভাবের ভূমিকা আছে বলে মনে করেন। মদ্যপান সচরাচর আমাদের মানসিক বাধা (inhibition) আর উদ্‌গতি[১৭] (Sublimation)—দুটোই কাটিয়ে দেয়। পুরুষরা মহিলা দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হলে প্রায়ই মদিরালয়ে গিয়ে মদ্যপান করে। তারা তাদের পুরুষ বন্ধুদের মধ্যে অবলম্বন খোঁজার চেষ্টা করে। যদি ঐ বন্ধুদের মধ্যে কারও প্রতি তার প্রবল অনুরাগ জন্মায়, তবে সে প্রক্ষেপের মাধ্যমে ঐ অনুরাগ অন্য পথে চালিত করে :

"আমি তাকে (পুরুষকে) ভালোবাসি—আমি নয়, সে (নারী) ওকে ভালোবাসে। এখানেও আমরা সেই আরোপের খেলা দেখতে পাই। নিজের অনুরাগমূলক মনোভাব পুরুষটি হয় তার পত্নী বা প্রেমিকার উপর আরোপ করে। তার সচেতন মনে সে এটাই বিশ্বাস করে যে তার স্ত্রী/প্রেমিকা ঐ পুরুষটিকে ভালোবাসে এবং তার সমস্ত ঈর্ষামূলক আচরণ ঐ বিশ্বাস থেকে উত্থিত হয়।

মেয়েদের ক্ষেত্রে এই বিরোধিতা নিম্নলিখিতভাবে আসে :

"আমি ঐ মহিলাকে ভালবাসি না, সে (আমার স্বামী বা প্রেমিক) তাকে ভালোবাসে।" ঈর্ষাতাড়িত মহিলাটি তার স্বামী বা প্রেমিককে সেই সব মহিলাদের সম্পর্কে সন্দেহ করে যাদের প্রতি সে নিজের সমকামী প্রবৃত্তি আর অতিরিক্ত স্বকামের জন্য আকর্ষিত বোধ করে। স্বকামের স্তরে তার সংবন্ধন (fixation) এর প্রভাব তার ভালোবাসার বস্তু-

নির্বাচনের মাধ্যমেই প্রকট আর সেই অনুভূতি সে তার স্বামী/ প্রেমিকের উপর আরোপ করে। যাদের নিয়ে তার সন্দেহ, তারা সাধারণত বয়স্ক আর প্রকৃত ভালোবাসার উপযুক্ত পাত্র নয়। এরা সাধারণত শৈশবের আয়া, নার্স, বন্ধু বা বোন—যারা কোনো এক সময় তার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল—তাদেরই পুনর্জাগরিত রূপ।

৪। আরও এক ধরনের বিরোধিতা আছে যা মূল বাক্যটিকে সরাসরি অস্বীকার করে। এটা আমরা এভাবে প্রকাশ করতে পারি :

"আমি ভালোবাসি না—আমি কাউকেই ভালোবাসি না।

যেহেতু আমাদের লিবিডো[১৮] কোথাও না কোথাও বিনিয়োগ (invest) করতেই হবে, উপরের বাক্যটির প্রকৃত অর্থ হল :

"আমি শুধু নিজেকে ভালবাসি।"

এই ধরনের বিরোধিতা বিভব ভ্রান্তির (megalomania) সৃষ্টি করে। সমগ্র লিবিডো নিজের প্রতি বিনিয়োগ করার ফলে অহমের অতিরিক্ত যৌন মূল্যায়ন ঘটে। এর ফলে ভালোবাসার বস্তুর অতি মূল্যায়ন নাকচ হয়ে যায়।

আমরা দেখছি যে ভ্রম বাতুলতা বা প্যারানোইয়ার লক্ষণ সৃষ্টির ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া হল প্রক্ষেপ বা Projection। আমাদের মনে কোনো অনুভূতি উদিত হয়, আমরা তা অবদমিত করি এবং ঐ অনুভূতির বিষয় কিন্তু রূপান্তর বা বিকৃতির পরে বহির্জগতের প্রত্যক্ষরূপে আমাদের সংজ্ঞান মনে উদিত হয়। পীড়ন-ভ্রান্তিতে বিকৃতি আসে অনুভূতির রূপান্তর ঘটিয়ে—যা অন্তরে ভালোবাসা রূপে অনুভূত হওয়া উচিত ছিল, তা বহির্জগতের ঘৃণারূপে প্রত্যক্ষিত হয়।

ভ্রম বাতুলতায় অবদমনের (Repression) এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এই ভূমিকা ফ্রয়েড শ্রেবারের কেসের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করেন। রোগের শেষ পর্যায়ে শ্রেবার কখনো ভয়ঙ্কর, ভীষণ দৃশ্য দেখতেন, আবার কখনো অত্যন্ত বৈভবপূর্ণ দৃশ্য দেখতেন। এই দৃশ্যগুলি দেখার ফলে সমাগত এক বিশ্ব বিধ্বংসী বিপর্যয় সম্বন্ধে তাঁর মনে এক বিশ্বাস জন্মে গিয়েছিল। তিনি কানে শুনতে পেতেন (শ্রবণ অমূল প্রত্যক্ষ) যে তাঁর ক্লিনিকে থাকাকালীন সময়ের মধ্যে বিশ্ব ধ্বংস হয়ে গেছে) সমগ্র মনুষ্য-জাতির মধ্যে একমাত্র তিনিই বেঁচে আছেন। যে-সব মানুষ বর্তমানে তিনি দেখতেন, তাদের সম্বন্ধে তিনি বলতেন যে তারা অলৌকিক পন্থায় তাৎক্ষণিকভাবে তৈরি করা মানুষ (improvised men)। এই ধ্বংস সম্বন্ধে শ্রেবার অনেকগুলি তত্ত্ব (theory) তৈরি করেছিলেন। কখনো তিনি বলতেন যে পৃথিবী থেকে সূর্য অপসারিত হওয়ার ফলে তুষারাধিক্যের জন্য বিশ্ব ধ্বংস হয়ে গেছে, কখনো বা তিনি ভূমিকম্পকে বিশ্ব ধ্বংসের জন্য দায়ী করতেন। তিনি এসবের জন্য Dr. Flechsig কে দোষ দিতেন। Flechsig নিজে অলৌকিক ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতার বলে ধর্মকে নষ্ট করে, সমগ্র মনুষ্য-জাতির মধ্যে স্নায়ুরোগ ছড়িয়ে দিয়েছেন। ফ্রয়েড এর ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে রোগী তাঁর লিবিডো চতুষ্পার্শ্বস্থ লোকজন এবং বহির্জগৎ থেকে তুলে নিয়েছেন। সুতরাং বহির্জগতের সব কিছু তাঁর কাছে অবান্তর হয়ে

গেছে আর যা যতটুকু আছে তাকেও তিনি 'তাৎক্ষণিক ভাবে তৈরি' বলে ব্যাখ্যা করছেন। পৃথিবীর বিপর্যয় তাঁর আন্তর-জগতে বিপর্যয়ের প্রতীক। তাঁর আন্তর-জগৎ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে কারণ তিনি তাঁর লিবিডো সেখান থেকে তুলে নিয়েছেন। এখানে অবদমন ঘটেছে লিবিডোকে প্রিয়জন ও প্রিয়বস্তুর প্রতিরূপ থেকে সরিয়ে নেয়ার মাধ্যমে। প্রতিটি অবদমনের ক্ষেত্রেই বস্তুর প্রতিরূপ থেকে লিবিডোকে বিযুক্ত করা অত্যাবশ্যক। ভ্রম-বাতুলতার ক্ষেত্রে এই বিভিন্ন ও বিযুক্ত লিবিডো ব্যক্তি তার অহমে বিনিয়োগ করে। অন্য রোগে বা স্বাভাবিক অবস্থায় এই মুক্ত লিবিডো মনের মধ্যেই নিরালম্ব (suspended) অবস্থায় থাকে এবং ভিন্ন-ভিন্ন পরিস্থিতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে আমাদের মনে tension বা তানের সৃষ্টি করে, ভিন্ন-ভিন্ন 'মুডের' সৃষ্টি করে। অহমের সঙ্গে এই লিবিডোকে যুক্ত করা অহমকে মূল্যবান করে তোলার জন্য। সুতরাং অহম স্বকামের স্তরে ফিরে যায়। ব্যক্তিটির জন্য যে একমাত্র ভালোবাসার বস্তু থাকে, তা হল সে নিজে। তাই একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে ভ্রম-বাতুলতায় আক্রান্ত ব্যক্তিদের স্বকাম (narcissism)-এর স্তরে সংবন্ধন (fixation) থাকে। লিবিডোর এই বিযুক্তি আংশিক হতে পারে— সে ক্ষেত্রে আমরা বিভব ভ্রান্তির লক্ষণ দেখতে পাই।

অবশ্য রোগের চরম অবস্থাতেও ভ্রম বাতুলতার রোগী বহির্জগৎ থেকে তার লিবিডো পুরোপুরি সরিয়ে নেয় না, যদিও অন্য কয়েকটি অমূল-প্রত্যক্ষমূলক বাতুলতায় এটা ঘটে থাকে। ভ্রম বাতুলতার রোগী জগৎকে প্রত্যক্ষ করে, সে যা প্রত্যক্ষ করে তা ব্যাখ্যা করার জন্য নিজস্ব তত্ত্ব তৈরি করে (যেমন, শ্রেবারের তাৎক্ষণিক ভাবে তৈরি করা মানুষের তত্ত্ব)। সেই কারণে ফ্রয়েডের মতে ভ্রম বাতুলতার রোগীদের বিশ্বের সঙ্গে এই পরিবর্তিত সম্পর্ক প্রধানত বা সম্পূর্ণত জগৎ থেকে তার যৌন-আগ্রহ সরিয়ে নেবার মাধ্যমেই ব্যাখ্যা করা যায়।

শ্রেবারের কেস ছাড়াও ফ্রয়েড আরও কয়েকটি প্রবন্ধে প্যারানোইয়া সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন কিন্তু তাঁর মতামতে বিশেষ কোনো পরিবর্তন হয় নি। উদাহরণ স্বরূপ, আমরা তাঁর প্রবন্ধ "A case of Paranoia Running Counter To The Theory of Psychoanalysis" (১৯১৫ এফ) সম্বন্ধে কথা বলতে পারি। এই প্রবন্ধে তিনি একটি কেস সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন যা আপাতভাবে তাঁর তত্ত্বের বিরুদ্ধে যায়। এই কেসটিতে একজন অল্পবয়সি মহিলা তাঁর প্রেমিকের উপর দোষারোপ করছেন যে তিনি (প্রেমিক) মহিলাটির সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ মুহূর্তের ছবি তুলে তাঁকে ব্ল্যাকমেইল করার চেষ্টা করছেন। আপাতদৃষ্টিতে এখানে প্রচ্ছন্ন সমকামিতা প্রক্ষেপের মাধ্যমে ঘৃণায় রূপান্তরিত হয়ে পীড়ন ভ্রান্তির সৃষ্টি করছে—তা মনে হয় না। আরও গভীর বিশ্লেষণে অবশ্য ফ্রয়েডীয় তত্ত্ব সমর্থিত হয়।

৩০ বছরের এই মহিলা তাঁর মায়ের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিলেন এবং এতদিন কোনো পুরুষের সংসর্গে আসেননি। বাবাকে তিনি অল্প বয়সেই হারিয়েছিলেন। তাঁর কোনও ভাই-বোনও ছিল না। ফ্রয়েড আবিষ্কার করেন যে মহিলাটি তাঁর অফিসের এক মহিলা

কর্মচারীকে খুবই ভালোবাসতেন। কোনো একদিন তাঁর পুরুষবন্ধুর সঙ্গে এক ঘনিষ্ঠ শারীরিক সম্পর্কের পর এই মহিলা তাঁর পুরুষবন্ধুকে অফিসের ঐ মহিলা কর্মচারীর সঙ্গে কথা বলতে দেখেন। তারপর থেকে তিনি বিশ্বাস করতে শুরু করলেন যে ঐ মহিলা ও তাঁর পুরুষবন্ধুর মধ্যে তাদের ঘনিষ্ঠ শারীরিক সম্পর্ক সম্বন্ধেই কথা হচ্ছিল। তাঁর পুরুষবন্ধুর গৃহে দ্বিতীয়বার আগমনে তিনি যখন তাঁর বন্ধুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ অবস্থায় ছিলেন, তখন তাঁর এক শ্রবণ-অমূল প্রত্যক্ষ হয়। তিনি একটি 'ক্লিক' শব্দ শুনতে পান এবং ধরে নেন সেটা ক্যামেরার সাটার টেপার শব্দ। তিনি যখন বাড়ি ফিরছিলেন তখন সিঁড়ির উপর দুজন মানুষ দেখতে পান। এরা বাক্সের মতো একটা জিনিস নিয়ে যাচ্ছিলেন। মহিলাটি ধরে নিলেন যে ঐ বাক্সে ক্যামেরা ছিল যা দিয়ে তাঁর ছবি তোলা হয়েছে।

ফ্রয়েডের ব্যাখ্যা হল যে অফিসের ঐ বয়স্ক মহিলা কর্মচারী, মহিলাটির মায়ের বিকল্প এবং নিজের প্রেমিককে তিনি নিজের পিতার স্থানে বসিয়েছিলেন। মায়ের প্রতি তাঁর গভীর আসক্তি তাঁকে তাঁর প্রেমিক এবং ঐ বয়স্কা মহিলার মধ্যে এক প্রেমের সম্পর্ক ভাবতে বাধ্য করল। সুতরাং এক্ষেত্রে আসল পীড়ক বা persecutor সেই বয়স্কা মহিলা, তাঁর প্রেমিক নন—যাঁর প্রভাব থেকে মুক্ত হবার চেষ্টা তিনি করে যাচ্ছিলেন। মহিলাটি বিশ্বাস করতে শুরু করলেন যে ঐ বয়স্কা মহিলা পুরুষটির সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের কথা জানেন এবং এই সম্পর্কে তাঁর সম্মতি নেই। এই অসম্মতি তিনি নানা রহস্যময় ইঙ্গিতের মাধ্যমে জানাচ্ছিলেন। সুতরাং নিজের কামনার বস্তুটির প্রতি আসক্তি মহিলাটিকে বিপরীত লিঙ্গের যৌন বস্তুর সঙ্গে যুক্ত হতে দিচ্ছিল না।

ফ্রয়েডের ভ্রম বাতুলতার তত্ত্বটি কিন্তু সমালোচনার ঝড় এড়াতে পারে নি। ওভেসীর (Ovesey, 1955)-র মতে ভ্রম বাতুলতার রোগীদের ভ্রান্ত বিশ্বাস এক ছদ্ম সমকামিতার (pseudo homosexuality) ফল। কারণ তিনি তাঁর অনেক ভ্রম বাতুলতার রোগীদের মধ্যে সমকামিতার লক্ষণ পাননি। তিনি মনে করেন যে এই পুরুষেরা হয় তাঁদের অতি নির্ভরশীলতা অথবা পৌরুষের ক্ষেত্রে তাদের ব্যর্থতার জন্য বিশ্বাস করতে শুরু করেন যে তাঁরা সমকামী—যা তাঁরা প্রকৃতপক্ষে নন।

নরম্যান কারমন (১৯৪৩) ভ্রান্ত বিশ্বাসকে অন্যভাবে ব্যাখ্যা করেন। তাঁর মতে, আন্তঃব্যক্তিক সম্পর্ক (interpersonal relation) থেকে নিজেকে সরিয়ে নেবার ফলে মানুষের সঙ্গে দেওয়া-নেওয়ার মাধ্যমে ভ্রান্ত ধারণা সংশোধনের যে সুযোগ পাওয়া যায়, তা তাঁরা পান না। বার্ট স্যাপেনফেল্ড (১৯৬৫) বলেন যে ভ্রম বাতুলদের মানসিক দ্বন্দ্বের সমাধান চরম প্রকারের সমাধান। এ ধরনের সমাধান সাধারণ বা তুচ্ছ প্রবৃত্তিগত দ্বন্দ্বের জন্য প্রয়োজন নেই। যখন আমার প্রবল আতঙ্ক হয় 'না-জানি কী হয়ে যাবে', 'না-জানি আমি কী করে ফেলব' অর্থাৎ আমার নিজের উপর থেকে নিয়ন্ত্রণ চলে যাচ্ছে, যেন সামনে অতল গহ্বর আর আমাকে নিজেকে বাঁচাতে হবে—এরূপ চরম আতঙ্কের পরিস্থিতিতেই এরূপ চরম সমাধান নেওয়া হয়। সুতরাং তিনি ফ্রয়েডীয় সমকামিতার তত্ত্বটি ভ্রম বাতুলতার মূল নোদনা বা motivational force বলে স্বীকার করেন। কিন্তু এই তত্ত্বটির

একটু প্যাঁচালো ব্যাখ্যা দেন, স্যাপেনফেল্ডের মতে অজাচার যৌন কামনা (incestual desire) ভ্রম বাতুলদের চিন্তাধারা মূলতঃ নিয়ন্ত্রণ করে। তিনি ফ্রাউ-পির কেসে ফ্রয়েড প্রদত্ত ব্যাখ্যা সমর্থন করেন। স্যাপেনফেল্ডের মতে সমকামিতা অজাচার যৌন কামনার প্রলোভন থেকে বাঁচার উপায়। তিনি বলেন যে যখন কোনো পুরুষশিশু এমন পরিবারে বড় হয় যেখানে অন্য কোনো পুরুষ নেই, অথবা কোনো মেয়ে এমন পরিবারে বড় হয়েছে যেখানে অন্য কোনো মহিলা নেই, যখন পুরুষশিশুটির পিতার মতো কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী নেই আর মেয়েটির মায়ের মতো কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী নেই ; সে অবস্থায় ঈডিপাস গুঢ়েষার সমাধান সমকামিতার মাধ্যমে করা হতে পারে।

এই সব সমালোচনার উত্তর দিতে কিছু প্রায়োগিক পরীক্ষা করা হয়। এদের মধ্যে ১৯৫৮ সালে জেরাল্ড জামান্সকি (Zamansky) নির্দেশিত পরীক্ষা সব চেয়ে বিখ্যাত। জামান্সকি ভ্রান্ত বিশ্বাস ও প্রচ্ছন্ন সমকামিতার সম্পর্ক একটি পরীক্ষার দ্বারা পরিমাপের চেষ্টা করেন। পরীক্ষাটি তিনি চিকিৎসালয়ে চিকিৎসাধীন ২০জন পুরুষের ওপর করেন। এঁরা সকলেই চিত্তভ্রংশী বাতুলতার (Paranoid Schizophrenia) রোগী ছিলেন। এঁদের সকলেরই বিভিন্ন ধরনের ভ্রান্ত-বিশ্বাস (delusion) ছিল। তুলনীয় দলরূপে ২০টি চিত্তভ্রংশী বাতুলতার (schizophrenia) রোগী ছিলেন এবং এঁদের কারো মধ্যে ভ্রান্ত-বিশ্বাসের কোনো লক্ষণ ছিল না। এঁদের কতকগুলি পুরুষ ও নারীর ফোটোগ্রাফ জোড়ায়-জোড়ায় এবং দলের মধ্যে দেখানো হয়। ফোটোগ্রাফ দেখায় কে কতখানি সময় ব্যয় করেন, তার মাধ্যমে কে তাঁর যৌন বস্তু রূপে কাকে নির্বাচন করছেন— তা পরিমাপ করার চেষ্টা করা হয়। পরীক্ষণে পাওয়া গেল যে প্যারানয়েড সিজোফ্রেনিয়ার রোগীরা পুরুষ-নারী আর পুরুষ-নিউট্রাল জোড়ে পুরুষদের ছবি দেখায় অনেক বেশি সময় ব্যয় করেছেন, যদিও মুখে তাঁরা পুরুষদের ছবির প্রতি অনেক কম পক্ষপাত দেখিয়েছেন। জামান্সকি সিদ্ধান্ত করলেন যে প্যানোয়েড বা ভ্রম বাতুলতার রোগীদের মধ্যে প্রবল পরিমাণে সমকামিতা রয়েছে। পুরুষদের প্রতি তাদের আকর্ষণের দ্বারা এটা প্রমাণিত হয়, মেয়েদের প্রতি বিতৃষ্ণা থেকে নয়। জামান্সকির আগে গার্ডনার (১৯৩১) ১২০টি ভ্রম বাতুলদের সার্ভে করেন। এই রোগীদের কোনো মনঃসমীক্ষণ করা হয়নি। তিনি এ-ও আবিষ্কার করেন যে এদের মধ্যে ৪৫%-এর মধ্যে তাদের সচেতন ব্যবহারেই সমকামিতার লক্ষণ উপস্থিত ছিল। চিত্তভ্রংশী বাতুলতার ক্ষেত্রে সমকামিতার লক্ষণ বেশিমাত্রায় পাওয়া গিয়েছে, তুলনায় শুধু প্যারানোইয়ার রোগীদের মধ্যে কম মাত্রায় পাওয়া গিয়েছে।

যদিও ফ্রয়েড প্যারানোইয়া সম্বন্ধে আরও কয়েকটি প্রবন্ধ রচনা করেন কিন্তু শ্রেবার সম্বন্ধে রচিত তাঁর প্রবন্ধটিই প্যারানোইয়ার মানসিক প্রক্রিয়া সম্বন্ধে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। শ্রেবারের কেসের সমীক্ষার গুরুত্ব শুধুমাত্র প্যারানোইয়ায় আলোকপাত করার জন্য নয়। এই প্রবন্ধের Section III (পৃ. ১৯৬ এফ) এবং প্রায় একই সময়ে রচিত "Two Principles of Mental Functioning"-কে মিলিতভাবে ফ্রয়েডের পরামনোবিদ্যা (Metapsychology) প্রবন্ধগুলির পূর্বসূরী বলা যায়। এই প্রবন্ধগুতে ফ্রয়েড এমন

কয়েকটি বিষয় ছুঁয়ে গেছেন যেগুলো তিনি পরে বিস্তারিত আলোচনা করেন। যেমন, স্বকাম সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্য (পি ১৯৭ এফ) পরবর্তীকালের ঐ বিষয়ের উপর রচিত তাঁর দীর্ঘ প্রবন্ধের সূচনা বলা চলে (১৯১৪ সি)। অবদমনের প্রক্রিয়ার বর্ণনা (পৃ. ২০৫ এফ) যা আরও কয়েক বছর পরে আবার বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছিল (১৯১৫ ডি) এবং প্রবৃত্তি সম্বন্ধে আলোচনা (পৃ ২১৩ এফ)কে পরবর্তীকালের "Instincts and their Vicissitudes" (১৯১৫ সি)-এর পথ-প্রদর্শক রূপে গণ্য করা যেতে পারে। সুতরাং এই প্রবন্ধটিকে পরবর্তীকালের ফ্রয়েডের অনেক লেখার অগ্রদূত বলা যেতে পারে। প্রবন্ধটির উত্তর কথনে (Postscript) পুরাণের জগতে ফ্রয়েডের সংক্ষিপ্ত ভ্রমণ এবং টোটেমের প্রথম উল্লেখ পাই। এই বিষয়গুলো নিয়ে তিনি তখনই চিন্তা-ভাবনা করতে শুরু করেছিলেন এবং পরবর্তীকালে এগুলি তাঁর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থের জন্ম দেয় (১৯১২-১৩)।

অনুবাদ : পুষ্পা মিশ্র

১. বাতুলতা বা Psychosis এ বাস্তব জগতের সঙ্গে রোগীর সম্পর্ক হারিয়ে যায় অথবা অনেকাংশে বিকৃত হয়ে যায়।

২. ভ্রান্ত বিশ্বাস এক ধরনের ভুল বিশ্বাস যা রোগী বাস্তবের সব তথ্য-প্রমাণের বিরোধিতা সত্ত্বেও ধরে রাখে। অর্থাৎ ভ্রান্ত বিশ্বাসের বৈশিষ্ট্য হল, কোনো যুক্তির মাধ্যমেই এই বিশ্বাস দূর করা যাবে না।

৩. জন্মের পর থেকেই আমাদের লিবিডো মুখকাম, পায়ুকাম, শৈশ্নিক দশা পার হয়ে উপস্থ স্তরে উপনীত হয়। লিবিডো কোনো- কোনো স্তরের বিশেষ ধরনের সুখের স্তরে একটু বেশি সময় পর্যন্ত আটকে থাকে। সেই স্তরকে লিবিডোর সংবন্ধন বলে। যে স্তরে লিবিডো বদ্ধ হয়ে যায়, সেই বিশেষ স্তরের বিশেষ ধরনের সুখ ব্যক্তির অধিক কাম্য হয়। যেমন মুখকামের স্তরে লিবিডোর সংবন্ধন হলে, ব্যক্তিটি ঐ বিশেষ স্তরের বিশেষ সুখ, যেমন, চোষা, পান করা, গলাধঃকরণ করা ইত্যাদি বেশী পছন্দ করে। কোনো জটিল পরিস্থিতির সম্মুখীন হলে, যেখানে আমাদের মন সেই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পারে না, আমাদের লিবিডো তার সংবন্ধনের স্তরে পিছিয়ে গিয়ে সেই আদিম স্তরের সুখ পেতে চায়। যেমন, বিশেষ স্ট্রেসের পরিস্থিতিতে ধূমপানকারীরা বেশি করে ধূমপান করেন।

৪. নির্জ্ঞান মন ফ্রয়েড বর্ণিত মনের একটি স্তর। আমাদের কামনা-বাসনা, প্রবৃত্তি ইত্যাদি যেগুলি আমাদের সামাজিকবোধের কাছে গ্রহণীয় নয়, অহম তাদের এই নির্জ্ঞান স্তরে প্রেরিত করে দেয়।

৫. প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা হল বিপদ থেকে নিজের সংহতিকে রক্ষা করার জন্য অহমের এক প্রচেষ্টা। অহমের কাছে বিপদ দুধরনের—১. বহির্জগৎ থেকে আগত, ২. অন্তর্জগৎ থেকে উত্থিত। অহমের কাছে অন্তর্জগতের বিপদই আসল বিপদ। এই ধরনের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিপদ হল, ভালোবাসার বস্তু হারানো, তাদের ভালোবাসা হারানো, উপস্থচ্ছেদ আশঙ্কা (castration fear) ; কোনো অ-সামাজিক নির্জ্ঞানে অবদমিত বৃত্তির সচেতন বা সংজ্ঞান মনে প্রবেশের আশঙ্কা, ইত্যাদি। এইসব অবস্থার সঙ্গে যুক্ত অনুভূতি হল typical বিপজ্জনক পরিস্থিতি। প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা মন অবচেতনভাবে গ্রহণ করে এবং

সেগুলিকে প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা বলে চিনতেও পারে না।

৬. সন্ধিজ প্রক্রিয়া হচ্ছে আমাদের মানসিক এজেন্টদের (অদস, অহম ও অধিশাস্তার) মধ্যে ও তাদের সঙ্গে বহির্জগতের বিরোধ সমাধানের প্রচেষ্টা। এর ফলে আমাদের ধারণাগত, অনুভূতিগত, আর ব্যবহারগত পরিবর্তন আসে। উদাহরণ: আমার মনে ময়লা ঘাঁটার প্রবল ইচ্ছে কিন্তু এই ইচ্ছে বহির্জগতের বাধায় মেটানো সম্ভব নয়। আমার অহম এক প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থার মাধ্যমে সমস্ত ময়লা পরিষ্কার করে। এটা সমাজ-স্বীকৃত। এটার মাধ্যমে কিন্তু ময়লা ঘাঁটার ইচ্ছেও তৃপ্ত হচ্ছে। সুতরাং এটা একটা সন্ধিজ প্রক্রিয়া (compromise) —আমাদের প্রবৃত্তিগত চাহিদা আর বহির্জগতের চাহিদার মধ্যে।

৭. মানসিক যন্ত্রের (psychic apparatus) তিনটি ক্রিয়ামূলক অংশের একটি। এটি self-এর সঙ্গে একাত্ম। অহম বাস্তববোধের দ্বারা চালিত। যুক্তি, বুদ্ধি, জ্ঞান, স্মৃতি ইত্যাদির মাধ্যমে আমাদের প্রবৃত্তি, নীতিবোধ ও বাস্তব জগতের সঙ্গে উপযোজন করে, তবেই অহম আমাদের প্রবৃত্তিগত চাহিদা পূরণ করে। আমাদের আদিম প্রবৃত্তিগুলিকে অবদমন ইত্যাদির মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করাও অহমেরই কাজ।

৮. এক ধরনের মানসিক অসুস্থতা যার লক্ষণ হল রোগী সব সময় মনে করেন তাঁর বড় কোনো অসুখ করেছে। শরীরের সাধারণ সংবেদন, ব্যথা-বেদনা ইত্যাদি রোগীর কাছে অত্যন্ত গুরুত্ব পায় এবং সত্যিকার কোনো অসুস্থতায় প্রবল উৎকণ্ঠায় রোগী ভোগেন। চিকিৎসকের প্রতি একটা অবিশ্বাসের ভাবও কাজ করে। তাঁদের সব সময় মনে হয়, চিকিৎসক তাঁদের অসুস্থতা ধরতে পারেন নি, সুতরাং তাঁরা একের পর এক চিকিৎসক পরিবর্তন করতে থাকেন।

৯. উপস্থচ্ছেদ ভীতি হল লিঙ্গ হারানো বা লিঙ্গে কোনো ক্ষতির আশঙ্কা। এই ভয় বাস্তব বা কাল্পনিক হতে পারে এবং নারী ও পুরুষ শিশু দুজনের ক্ষেত্রেই ঘটতে পারে। এই ভয়টি শরীরের সেই অংশটি হারাবার ভয়, যেখান থেকে সবচেয়ে তীব্র যৌনসুখ পাওয়া যায়, অর্থাৎ লিঙ্গ বা ভগাঙ্কুর (clitoris)।

১০. নির্জ্ঞান মনের বিষয়বস্তু সংজ্ঞান মনে আসার ক্ষেত্রে যে বাধা বা আপত্তির সম্মুখীন হয়, তাকে বাধ বা resistance বলা হয়।

১১. বিভবভ্রান্তি বিশিষ্ট এক মানসিক অবস্থা। এই অবস্থায় রোগী নিজেকে খুব বড়, উচ্চ পদমর্যাদা সম্পন্ন, বিশিষ্ট কেউ বলে মনে করে। পদমর্যাদা সামাজিক, ধার্মিক, রাজনৈতিক যে-কোনো ধরনের হতে পারে। কেউ মনে করেন তিনি অত্যন্ত ধনী, কেউ নিজেকে আইনস্টাইন, কেউ বা নিজেকে ঈশ্বরের বিশেষ প্রিয়পাত্র বলে ভাবতে পারেন। শ্রেবার শেষেরটি করেছিলেন।

১২. মানসিক যৌন বিকাশের প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আমাদের ব্যক্তিত্ব ও ব্যবহার কয়েকটি নির্দ্দিষ্ট স্তর পার হয়ে পূর্ণতা লাভ করে। প্রথম স্তর হল মুখকাম, পরে পায়ুকাম, তার পরে শৈশিক দশা পার হয়ে অনুপক্রম কালের (latency period) পরে আসে উপস্থকাম বা genital stage। এটিই মানসিক যৌনবিকাশের শেষ স্তর।

১৩. স্বতঃকামিতার অর্থ হল নিজে-নিজে বাইরের কোনো বস্তুর সঙ্গে সম্পর্ক ছাড়া যৌন-তৃপ্তি লাভ করা।

১৪. স্বকামের স্তরে আবদ্ধ ব্যক্তি বহির্জগতের সঙ্গে এমনভাবে সম্পর্ক স্থাপন করে যেখানে

বহির্জগতের বস্তু ও বহির্জগতের সঙ্গে তার কোনো অনুভূতিগত সম্পর্ক থাকে না।

১৫. যৌনতাযুক্ত করার অর্থ হল বস্তুটিকে যৌনতার মনোভাব নিয়ে প্রত্যক্ষ করা।

১৬। অতিকামিতা এক ধরনের ভ্রান্ত বিশ্বাস। প্রভাবিত ব্যক্তিটি মনে করে যে অন্য কোনো ব্যক্তি, সচরাচর কোন প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি, তাকে ভালোবাসে।

১৭. উদ্‌গতি একটি সফল প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা। এর মাধ্যমে আমাদের প্রবৃত্তি তাদের প্রাথমিক লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য লক্ষ্যের দিকে চালিত। সুতরাং অবদমনের প্রয়োজন থাকে না।

১৮. আমাদের মানসিক যৌনক্রিয়াশক্তি। এটি জন্ম থেকে আমাদের মধ্যে উপস্থিত থাকে এবং বিকাশের কয়েকটি স্তর, যথা—মুখকাম, পায়ুকাম, শৈশ্নিক দশা, অনুপক্রম কাল পার হয়ে উপস্থস্তরে উপনীত হয়—যা বিকাশের শেষ স্তর। যে বস্তুর প্রতিরূপে আমরা আমাদের লিবিডো বিনিয়োগ করি, তা আমাদের সুখ দেয় এবং আমাদের কাছে মূল্যবান হয়ে দাঁড়ায়।

BIBLIOGRAPHY & REFERENCE

1 Freud, S. (1910), *Case History of Schreber*, Retrieved on July 23rd, 2013, from: http://www.lacanianworks.net/?p=244

2 Freud, S. (translated by James Strachey). *The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud: On the History of Psychoanalytic Movement, Papers on Metapsychology and Other Works. Vol. 14.* Vintage books. London. 2001.

3 Freud, S. (translated by James Strachey). *The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud: Case History of Schreber, Papers On Technique and Other Works. Vol. 12.* Vintage books. London. 2001.

4 Gardner, G. E. (1931). Evidences of homosexuality in one hundred and twenty unanalyzed cases with paranoid content. Psycho-analytic Review, 18, 57-62. Retrieved on August 13, 2013 from :http://psycnet.apa.org/index.cfm?fa=search. display Record&UID=1931-02353 -001

5 Mijolla, A. *International Dictionary of Psychoanalysis. Vol. 2.* Thompson and Gale. United States of America. 2005.

6 Moore and Fine (editor), *Psychoanalytic Terms and Concepts.* The American Psychoanalytic Association and Yale University Press. New Haven and London. 1990.

7 Paranoia, Retrieved on July 25th, 2013, from: http://en.wikipedia.org/wiki/Paranoia.

8 Sappenfeld, Bert R. (1965). A Proposed Heterosexual Theory of Delusions. Psychological Reports, 16, 84-86.

9 Schreber, Daniel Paul, (Translated and edited by Macalpine & Hunter). *Memoirs of my Nervous Illness.* WM. Dawson and Sons Ltd. London. 1955.

10 Zamansky, Harold S. (1958). An Investigation of the Psychoanalytic Theory of Paranoid Delusions. Journal of Personality, 26, 410-425. Retrieved on August 12, 2013 from: http://psycnet.apa.org/index.cfm?fa= search.display Record&UID=1959-10798-001